দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 12 JUL 2008
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

বেপরোয়া শিক্ষক নেতা সেলিম ভূঁইয়া এখনো বহালতবিয়তে

গভর্নিং বডির সভাপতি সরাসরি মদদ দিচ্ছেন

রিয়াজ চৌধুরী

বেপরোয়া শিক্ষক নেতা সেলিম ভূঁইয়ার হুমকি-ধামকিতে দনিয়ার এ কে স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষকরা আতংকিত অবস্থায় রয়েছেন, নিরাপত্তহীনতায় ভুগছেন। অবৈধ নিয়োগ এবং আর্থিক দুর্নীতির কারণে তার এমপিও বাতিল হলেও এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল হিসেবে তিনি এখনো বহালতবিয়তে আছেন। সেলিম ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট যেসব শিক্ষক সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়েছেন তাদের তিনি শনাক্ত করে বিভিন্ন অজুহাতে কারণ দর্শানো নোটিশ, ক্লাস গ্রহণ থেকে বিরত রাখা এবং সাময়িক বরখাস্তের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন। আর তার আশীর্বাদপুষ্ট শিক্ষকদের পদোন্নতি দিয়ে যোগ্যতর শিক্ষকদের পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করছেন। দুর্নীতিবাজ সেলিম ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি তাকে সরাসরি মদদ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা যায়, গত চার থেকে পাঁচদিন

পৃঃ ১১ কঃ ৫

বেপরোয়া শিক্ষক নেতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আগে প্রতিষ্ঠানের আরো চার শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে তাদের কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়েছে। এর আগে প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র শিক্ষক শ্যামল কুমার মালুকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়েছে এবং ক্লাস নেয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছে। এর আগে তাকে ডেকে নিয়ে হুমকি-ধামকি দেয়া হয়েছে। সূত্র জানায়, এই শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। তার একমাত্র দোষ তিনি বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী সেলিম ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, এর আগে বিএনপি-জামায়াতপন্থী এই শিক্ষক নেতার শিকারে পরিণত হয়েছেন এ কে স্কুল শাখার প্রবীণ সিনিয়র শিক্ষক মোঃ খলিলুর রহমান। তিনি তাকে ডেকে এনে বকাবকি করেন এবং চাকরি শেষ হওয়ার এক মাস আগেই জোর করে তাকে চাকরি থেকে বের করে দেন। এদিকে তদন্ত কমিটির নিকট তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করায় তিনি কলেজ শাখার সমাজ কল্যাণের প্রভাষক হুসনে আরাকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করেছেন। এছাড়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিছু অভিযোগ এনে সেলিম ভূঁইয়া কলেজ শাখার প্রভাষক মোঃ মোশাররফ হোসেনকে কোন কারণ দর্শানো নোটিশ ছাড়াই সাময়িক বরখাস্ত করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

জানায়, গত ২৩ এপ্রিল শিক্ষকদের সাধারণ য় সেলিম ভূঁইয়া বলেছিলেন, আমি এই প্রতিষ্ঠানে ই আর না থাকি, কয়েকজন শিক্ষককে ছাড়ব না। ত করে শিক্ষকরা নিরাপত্তার জন্য গত ২৮ এপ্রিল মপুর থানায় জিডি করেন। জিডি নম্বর ১৯০৮। ভিযোগ রয়েছে, গত জুন মাসে প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র াষক নাসরিন বেগমকে (বাংলা) বাদ দিয়ে সেলিম য়া তার মদদপুষ্ট তাসলিমা বেগম (ইসলামের তিহাস), এসএম খালেদ জামিল (যুক্তিবিদ্যা), রিন আক্তারকে (গার্হস্থ্য অর্থনীতি) সহকারী ্যাপক পদে পদোন্নতি দেন। এছাড়া সিনিয়র াষক মালা রানী ঘোষ (রসায়ন), রাহেলা বেগম নোবিজ্ঞান), মাহফুজা বেগমকে (গণিত) বাদ দিয়ে নিয়র প্রভাষক আরিফুন নাহার (জীববিদ্যা), হনাজ আফরিনকে (পৌরনীতি) সহকারী অধ্যাপক দ পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। এদিকে, গত ৩ জুন দোন্নতি থেকে বঞ্চিত প্রভাষকবৃন্দ প্রতিষ্ঠানের র্তমান সভাপতি মোঃ আতাউল হক ও শিক্ষা ধিদফতরের ডিজি বরাবর অভিযোগপত্র দাখিল রেছেন বলে সূত্র জানায়। সূত্র মতে, শিক্ষা ণালয়ের তদন্তে কলেজ শাখার শিক্ষকদের নিচের াসের শ্রেণীশিক্ষক না করার জন্য সুপারিশ করা লেও তাদের নিচের ক্লাসের শ্রেণী শিক্ষক হিসেবে য়িত্ব পালন করতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং এসব শ্রেণী ক্ষকের গত বছর থেকে ইনক্রিমেন্ট বন্ধ রাখা য়েছে। কারণ হিসেবে সূত্র জানায়, সেলিম ভূঁইয়ার দেশ্য হল শ্রেণী শিক্ষকরা এতে অপমানবোধ করে করি ছেড়ে চলে যাবেন।

াম প্রকাশ না করার শর্তে দনিয়া এ কে স্কুলের কজন শিক্ষক ইনকিলাব প্রতিবেদককে বলেন, সলিম ভূঁইয়া একজন দুর্নীতিবাজ, এটা এখন মাণিত। বর্তমান সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নলেও এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মোঃ আতাউল ক এখনো নীরব ভূমিকা পালন করছেন। তিনি রকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের একজন উপ-সচিব য়েও সেলিম ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না। বরং সেলিম ভূঁইয়াকে সরাসরি মদদ দিয়ে যাচ্ছেন। ওই শিক্ষক জানান, গত ২৯ জুন প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভায় মোঃ আতাউল হক শিক্ষকদের হুমকি-ধামকি দিয়েছেন এবং বলেছেন, গভর্নিং বডি এপয়েন্টিং অথরিটি। তারা যে কোন শিক্ষককে যা কিছু করতে পারে। কারণ শিক্ষক কর্মচারী এবং গভর্নিং বডি মালিক শ্রেণী।

উল্লেখ্য, সেলিম ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে সম্প্রতি বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ পাঠানো হয় প্রধান উপদেষ্টার দফতরে। তারই প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাউশিকে তদন্তের নির্দেশ দেয়। তদন্তে তার প্রিন্সিপাল পদে নিয়োগ অবৈধ হওয়াসহ অনেক আর্থিক অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলে তার এমপিও বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সেলিম ভূঁইয়াকে সাতদিনের সময় দেয়া হয়। কিন্তু তিনি এর কোন জবাব দেননি। ফলে তার এমপিও বাতিল করা হয় এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তার বেতন বন্ধ রাখার জন্য বলা হয়।